প্রবন্ধ

মহানবীর উত্তমাদর্শ : মানব জীবনে বাস্তবায়ন

মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল হক রিযভী

মানব জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য মহান রাব্বুল 'আলামিন এ ধরাধামে প্রেরণ করেছেন অসংখ্য নবী-রাসূল। তিনি হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর মাধ্যমে এ পরম্পরার সূচনা করে শ্রেষ্ঠ রাসূল আল্লাহর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন। মূলত মু'মিনদের প্রতি মহান রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে এ বসুন্ধরায় আল্লাহর প্রিয় হাবিবের আগমনই সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। ইরশাদ হচ্ছে -নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার মহান অনুগ্রহ হয়েছে মু'মিনদের ওপর যে, তাদের মধ্যে তাদেরই হতে (মহান) রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামাকে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের ওপর তাঁরই (আল্লাহর) আয়াতসমূহ আবৃত্তি করেন, তাদের পবিত্র করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিখান।[১]

আরবসহ গোটা বিশ্ব যখন মূর্খতা, অমানবিকতা, অত্যাচার ও পাশবিকতায় নিমজ্জিত তখনই আল্লাহ তা'আলা মানবতার মুক্তির কাণ্ডারী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হুযুর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামাকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর পবিত্র জীবনের মাত্র ২৩ বছরেই পরমাদর্শ,মহানুভবতা ও অনুপম চরিত্র দিয়ে আরবসহ গোটা বিশ্বে চমৎকার পরিবর্তন এনে একটি সমৃদ্ধিশীল ও শান্তিময় পৃথিবী প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে তাঁর মহান আদর্শকে 'খুলুক-ই 'আযীম' বলে বিধৃত করা হয়েছে। ইরশাদ হচেছ : নিশ্চয় হে (হাবীব!) আপনি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।[২]অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে পরমাদর্শ রয়েছে।[৩]

নূর নবীজীর খুলুক-ই 'আযীম (উত্তম চরিত্র)'র বর্ণনা

মহান রাব্বুল 'আলামিন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ কুরআনুল কারিমে স্বীয় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার স্বভাব ও চরিত্রকে খুলুক-ই 'আযিম নামে বিশেষায়িত করেছেন।

খুলুক-ই আযীম'র ব্যাখ্যা

খুলুক ও 'আযীম উভয়টি আরবি শব্দ। খুলুক শব্দের অর্থ - স্বভাব ও চরিত্র আর 'আযীম শব্দের অর্থ - মহান ও অনন্য। তাফসীরবিদগণ খুলুক-ই আযীম'র দু'টি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। (ক) মানবীয় এমন যোগ্যতা যা দ্বারা সৌন্দর্য গুণাবলী অনায়াসে সম্পাদন করা যায়।[৪] (খ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার ক্ষেত্রে খুলুক-ই 'আযীমের অর্থ হলো : আল্লাহ তা'আলার সেরা সৃষ্টি নবী-রাসূলদের সম্মিলিত যেসব উত্তম গুণাবলী ছিল তা সবই একত্রে আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল।[৫] ইমাম কুরতুবী বলেন, নূর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার ধ্যান-ধারণায় আল্লাহর ভালোবাসা ব্যতীত অন্য কোন কিছু ছিলনা বিধায় কুরআনুল কারীমে তাঁর স্বভাবকে খুলুক-ই আযীম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৬]

হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর মধ্যে ছিল কৃতজ্ঞতার গুণ, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর মধ্যে বন্ধুত্বের গুণ, হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর মধ্যে সৌন্দর্যতা, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর মধ্যে ঐকান্তিকতা, হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর মধ্যে সততা, হযরত আইয়ূব আলায়হিস্ সালাম-এর মধ্যে সহনশীলতা এবং সোলাইমান আলায়হিস্ সালাম-এর মধ্যে ছিল বিনম্রতা। এভাবে প্রত্যেক নবী-রাসূল'র মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে এক একটি গুণ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এসব গুণ একত্রেই সন্নিবেশিত করে নবীকুল শিরোমণি প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামাকে এ ধরায় প্রেরণ করেছেন। এরই দিকে ইঙ্গিত করে কবি বলেছেন, হুস্নে ইউসুফ দমে ঈসা ই'য়াদে বাইযা দারি + আছেঁ খুবাঁ হামা দারন্দ তু তান্হা দারি। অর্থাৎ হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর সৌন্দর্য, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর ফুৎকার এবং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর হাতের সুব্রতাসহ অন্যান্য নবী-রাসূল যে সব গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন, হে রাসূল আপনিতো একাই ঐ সকল

---

[১] .আল্- কুরআন ঃ ২: ১৬৪।
[২]. আল্- কুরআন ঃ ৬৮ : ৪।
[৩]. আল্-কুরআন,৩৩ :২১।
[৪]. তাফসীর-ই কাবীর।
[৫]. তাফসীর-ই যিয়াউল কুর্-আন।
[৬]. তাফসীর-ই কুরতুবী।

গুণের অধিকারী।[৭] মানব জাতির আসল শিক্ষক হলেন আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা। তিনিই আমাদের সকলের জন্য আদর্শবান শিক্ষক। তিনি ইরশাদ করেন, আমিই তোমাদের জন্য একমাত্র শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।[৮] তবে তিনি আল্লাহ তা'আলার কুদরতী হাতের উত্তম তত্ত্বাবধানে প্রপালিত হয়ে গোটা বিশ্বের জন্য অনুসরণীয় আদর্শের মডেলে পরিণত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, আমার প্রতিপালক আমাকে (সুন্দর আদর্শ দিয়ে) লালন করেছেন বিধায়, আমার আদর্শ অনন্য হয়েছে।[৯] নিম্নে মানব জাতির সার্বিক জীবনে নূর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার আদর্শের গুরুত্ব সর্ম্পকে নাতিদীর্ঘ আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি।

ব্যক্তি জীবনে সুন্নাতে নববীর ব্যবহার

ইসলামী স্বভাব ও ভাবধারায় প্রতিটি মানব শিশুর জন্ম হয়। মুসলিম শিশু পরিণত বয়সে উপনীত হওয়ার পরই তার সার্বিক জীবনে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও ক্বিয়াসের অনুসরণ আবশ্যক হয়ে পড়ে। প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষ তার দৈনিক কর্মকাণ্ডে সফলতা আনার জন্য দৈনিক কর্মসূচি কিভাবে শুরু করবে তার জন্য চমৎকার দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা। তিনি (দ.) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক মানব রাত্রে ঘুমানোর সময় শয়তান এসে তিনটি গিট দিয়ে থাকে। যখন ভোর-সকালে সে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তখন তার একটি গিট খুলে যায়। আবার যখন নামাজের উদ্দেশ্যে ওযু করতে যায় তখন দ্বিতীয় গিট খুলে যায়। অতঃপর পূর্ণ পবিত্রতা অর্জনের পর ফজরের নামায আদায় করে তখন তৃতীয় গিটও অনায়াসে খুলে যায়। এরপর ঐ দিনের যে কর্ম বা পেশায় যোগদান করে তাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রশান্তি বর্ষিত হয় এবং দিনটি তার জন্য আনন্দ ও প্রফুল্লতার সাথে অতিবাহিত হয়।[১০]

একজন মুসলিমকে অবশ্যই পাঁচ বেলা নামায জাম'আত সহকারে আদায় করতে হবে। যে কোন মুসলিম ব্যক্তির চারিত্রিক উৎকর্ষতার জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেই হবে। এ ইবাদাত একদিকে যেমন আত্মিক উন্নতি ঘটায় অন্যদিকে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার নৈকট্য লাভের অপার সুযোগ সৃষ্টি করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা স্বতন্ত্রভাবে বিরাশি বার নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।[১১] হাদিসে বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন ঈমানদার লোকদের সর্বপ্রথম নামাযেরই হিসাব নেয়া হবে।[১২] এক কথায় সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, তাব'য়ে তাবেঈন, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন ও আউলিয়ায়ে 'ইযাম যেভাবে জীবন গঠন করে আজ মুসলিম মিল্লাতের অনুপম মডেল হিসেবে ভাস্বর হয়ে আছেন, তাঁদের যথাযথ অনুসরণে রয়েছে একজন মুসলিমের ইহ ও পরকালীন সার্বিক নিরাপত্তা।

সামাজিক জীবনে সুন্নাতে নববীর প্রয়োগ

যে মুসলিম সমাজে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার সুন্নাতের প্রয়োগ থাকে সে সমাজই সুখী, সমৃদ্ধিশীল ও অনুভূতিসম্পন্ন সমাজ হিসেবে বিবেচ্য। আমাদের সমাজে সুন্নাতে নববীর যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় অশান্তি ও দুঃখ সর্বদা জিয়েই আছে। সুখী ও সমৃদ্ধিশীল সমাজ গঠন হওয়ার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিকে ছয়টি কর্ম সম্পাদনের তাগিদ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, এক মুসলিম অপর মুসলিমের প্রতি ছয়টি হক বা দায়িত্ব পালন করতে হয়। (ক) সাক্ষাতে সালাম দেয়া (খ) (শরি'আত পরিপন্থি কাজ ব্যতীত) আহ্বান করলে সাড়া দেয়া (গ) হাঁচি দিলে উত্তর দেয়া (ঘ) রোগাক্রান্ত হলে সেবা করা (ঙ) মৃত্যুর সংবাদ শুনলে জানাযায় উপস্থিত হওয়া এবং (চ) নিজের জন্য যা ভালবাসে তা অপরের জন্যও ভাল মনে করা।[১৩]

সমাজের স্বচ্ছল ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা দুর্বল ও অসহয়াদের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করাই নূর নবীজীর মহানাদর্শ। কোন মুসলিম ব্যক্তি তার অপর মুসলিম ভাই এর কাছ থেকে কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ মোটেই কামনা করতে পারেনা। হাদিসে এসেছে, যার ঐ প্রতিবেশী প্রকৃত

[৭]. *প্রাগুক্ত।*
[৮]. *মুসলিম ও তিরমিযী।*
[৯]. *তিরমিযী।*
[১০]. *বুখারী শরীফ।*
[১১]. *আল্-কুরআন---------*
[১২]. *মিশকাতুল মাসাবীহ।*
[১৩]. *তিরমিযী ও দারিমী।*

মু'মিন হতে পারেনা যদি অনিষ্ট হতে তার নিকটতম প্রতিবেশী নিরাপদ থাকতে পারেনা।[১৪] হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামাকে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে এতই গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরতেন যে, যেন প্রতিবেশীদেরকে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার সম্পত্তির অধিকারী সাব্যস্ত করবেন।[১৫] এমনকি রাস্তার আশ-পাশে উপবিষ্টদের কিছু দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেছে ইসলাম ধর্ম। হীন স্বার্থ পরিত্যাগ করে কল্যাণমূলক কাজে সম্পৃক্ততার উদ্দেশ্য নিহিত থাকলে রাস্তার আশ-পাশে বসার যোগ্যতা রাখতে পারে বলে ইসলামের নির্দেশ। তাকে অবশ্যই নিম্নোক্ত হাদিসে বর্ণিত বিষয়সমূহ পালন করতেই হবে। (ক) দৃষ্টি সংযত রাখা (খ) কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা (গ) সালামের উত্তর দেয়া (ঘ) সৎ কাজের আদেশ দেয়া (ঙ) অসৎ কাজের নিষেধ করা (চ) অসহায়কে সাহায্য করা ও (ছ) পথহারা ব্যক্তিকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়া।[১৬]

সমাজে বসবাসকারী পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা, ভালবাসা ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠার লক্ষে সালাম, মুসাফাহা ও মু'আনাকা রীতির প্রবর্তন করেছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা। সম্প্রীতির এ অনন্য প্রতীক ইসলাম ব্যতিত অন্য ধর্মে পরিলক্ষিত হয় না। এ ক্ষেত্রে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার ফরমান, তোমরা কারো ঘরে প্রবেশ করলে ঘরবাসীদের সালাম দেবে এবং বের হওয়ার সময়ও সালাম দিয়ে বিদায় নেবে।[১৭]

শুধু তাই নয়, দু'জন মুসলিম কালিমা ও হিংসা-দ্বেষ পরিত্যাগ করে সম্প্রীতির বন্ধনে হাতে হাত মিলিয়ে মুসাফাহা (করমর্দন) করলে আল্লাহ তা'আলা এতে খুশী হয়ে তাদের পাপমুক্ত করে দেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, দু'জন মুসলিম সাক্ষাত হওয়ার পর (গর্ব ও অহংকার ব্যতীত) করমর্দন করত: আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করলে তারা পৃথক হতে না হতেই আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপরাশি ক্ষমা করেন।[১৮]

অর্থনীতির ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় সুন্নাতে নববীর প্রয়োগ

মার্কসবাদ ও লেলিনবাদসহ অনৈসলামিক তন্ত্র-মন্ত্র অর্থনীতির সাম্য ও ভারসাম্য রচনা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। পশ্চিমা ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদরা আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার সুষম অর্থনীতির ভূয়সী প্রশংসা করে বলতে বাধ্য হন যে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশ্ববুকে অর্থনীতির সঠিক রূপরেখা দিয়ে চমৎকার বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছেন। তাই বর্তমান বিশ্বে নতজানু ও ক্ষত-বিক্ষত অর্থনীতিতে শৃংখলা ও সুষ্ঠু পরিবেশ নিঃসন্দেহে সৃষ্টি হতে পারে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার সুন্নাত ও আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমে। আরব বিশ্বে অর্থনীতির অপব্যবহার ছিল লক্ষণীয়। সুষম অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা ছিল না বিধায় ধনীরা ধনী ও গরিবরা গরিবই থেকে যেত। সুদ-ঘুষ ও মদ-জুয়ায় তারা যাচ্ছেতাই অর্থের অপব্যবহার করতো। তাই পরনির্ভরতা ও অবৈধ উপার্জন বাদ দিয়ে স্বনির্ভরতা ও বৈধ উপার্জন করার মানসে আল্লাহ সূদ প্রথাকে চিরতরে হারাম ঘোষণা করে ব্যবসাকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ ব্যবসা হালাল ও সুদ হারাম করেছেন।[১৯]

সুদ বর্তমানে মারাত্মক ব্যাধি হিসেবে সংক্রমিত হয়ে আমাদের অর্থনীতির ভিত মূলোৎপাটন করছে। এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ বিধায় তা থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। হাদিসে নববীতে এ ব্যাপারে কঠোর বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদিসই প্রণিধানযোগ্য। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদলিখক এবং উভয় সাক্ষীদেরকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা অভিসম্পাৎ করেছেন।[২০] অন্যত্র বর্ণিত আছে, সুদের সাথে (বড় বড়) সত্তরটি অপরাধ জড়িত রয়েছে, তম্মধ্যে সর্বনিম্ন অপরাধ হচ্ছে, নিজের মায়ের সাথে ব্যাভিচার করা।[২১] (না'উযুবিল্লাহ...)।

---

[১৪] .*আবূ দাউদ ও ইবন মাজাহ্।*
[১৫]. *বুখারী ও মুসলিম।*
[১৬].*মুসলিম ও আবু দাউদ।*
[১৭] .*বায়হাক্বী।*
[১৮].*আবূ দাউদ ও ইবন মাজাহ।*

[১৯] .*আল্- কুরআন,২:২৭৫*
[২০] . *মুসলিম।*
[২১]. *মিশকাতুল মাসাবীহ,রিবা অধ্যায়।*

মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাবার-সম্পদ, যার উপর জীবন ধারণ নির্ভরশীল, দেশে সংকট সৃষ্টির জন্য তা পুঞ্জীভূত রাখা প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছেন। যাকে হাদিসের ভাষায় ইহ্‌তিকার বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সম্পদ ভোগ করার অধিকার সবার; মুসলিম, অমুসলিম, ইহুদি, খৃস্টান, হিন্দু; এতে কোন তারতম্য নেই। দেশের জনগণকে বঞ্চিত করে একাই অঢেল সম্পদের মালিক হওয়া ইসলাম কোনভাবে সমর্থন করেনা। এক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা কঠোর ভাষায় সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি (দ.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দেশে সংকট সৃষ্টির হীন স্বার্থে সম্পদ জমা করবে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর দয়া থেকে মুক্ত এবং আল্লাহও তার থেকে মুক্ত

(অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি করুণার দৃষ্টি দিবেননা।[২২] ইমাম বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন।

যে দেহের মাংস ঘুষের টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে ঐ দেহ জাহান্নামেরই উপযোগী।[২৩] অপর বর্ণনায় পাওয়া যায়, হারাম জীবিকা দ্বারা বেড়ে ওঠা শরীর বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না।[২৪]

ব্যবসা-বাণিজ্য আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার প্রিয় পেশা। সত্য-বৈধ পন্থায় ব্যবসার উপার্জিত অর্থ-কড়িকে তিনি অত্যধিক ভালবাসেন। পার্থিব জগতে যে ঈমানদার নিষ্ঠা ও সৎ পন্থায় ব্যবসাকর্ম চালিয়ে নেবে তার মর্যাদা হবে পরকালে শীর্ষ চূড়ায়। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার ফরমান, সত্য ও আমানতদার ব্যবসায়ী পরকালে নবী, সিদ্দিক ও শহীদদের সাথে হাশর হবে।[২৫]

সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ বন্ধনে সুন্নাতে নববীর চর্চা

মানবিকতা, মমতা, উদারতা ও সম্প্রীতির অনন্য দৃষ্টান্ত হলেন সাইয়্যিদুল মুরসালিন আল্লাহর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা। বিশ্ববুকে তাঁর উদারনীতি ও মমতাবোধ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাদৃত হয়ে আছে। এ বিশাল ও বিস্তৃত উদারতার কথা খোদায়ী ভাষায় প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে, হে হাবিব ! আমিতো আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রাহমাত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।[২৬] রাহিম, রাউফ ও 'আযীয এভাবে দয়া ও রাহমত অর্থবোধক শব্দাবলী আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার গুণবাচক নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যে বান্দা অপরের প্রতি করুণা ও দয়ার দৃষ্টি দিয়ে থাকে সেই বান্দাহ আল্লাহ ও তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার রহমতের বৃত্তে আবদ্ধ থাকে। নূর নবীজী ফরমান, নিশ্চয়ই আল্লাহ দয়াবানদের ওপর দয়া করেন।[২৭] অপর বর্ণনায় এসেছে, দয়াবানদের ওপর করুণাময় আল্লাহ দয়া করেন। তাই আসমানবাসীর (ফেরেশতাদের) দয়া পেতে চাইলে তোমরা পৃথিবীবাসীর ওপর দয়া করো।[২৮]

ঐক্য, উদারতা ও সম্প্রীতির আবহ সৃষ্টি করার জন্য প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা মুসলিম জাতিকে একটি সুদৃঢ় ইমারতের সাথে তুলনা করেছেন, যে ইমারাত নিরবচ্ছিন্নভাবে দৃঢ়তার বন্ধনে দাঁড়িয়ে আছে। ইরশাদ হচ্ছে, সকল মু'মিন পরস্পর ভাই ভাই। [২৯] বর্ণিত আছে, মু'মিন পরস্পর সুদৃঢ় ইমারাত সদৃশ, যা শক্তভাবে গ্রথিত; একথা বলে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা নিজ হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে নিলেন।[৩০] তাই মুসলমানরা ঈমানী ও আদর্শিকভাবে একই পরিবারের অন্তর্ভূক্ত। দুঃখের সময় এগিয়ে আসা এবং সুখের সময় সৌজন্যবোধ প্রদর্শন করা এ হাদিসের বাস্তব শিক্ষা।

এক মুসলিম অপর মুসলিমের কাছ থেকে কল্যাণ ও সহানুভূতি ছাড়া অনিষ্ট ও দুঃখ-যাতনা কখনো আশা করতে পারেনা। প্রিয় রাসূলের শিক্ষা হলো এক মুসলিম তার উপস্থিত ও অনুপস্থিত সর্বদা কল্যাণই কামনা করা। এ প্রসঙ্গে তিনি (দ.) ইরশাদ করেন, কল্যাণকামিতাই হলো দ্বীন।[৩১] অন্যত্র বলেন, প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তিই, যার হাত ও জিহ্বা হতে তার মুসলিম ভাই সার্বিক নিরাপদ থাকবে।[৩২] এক মুসলিম অন্য মুসলিম ভাইয়ের মান-মর্যাদায় আগ্রাসন করার অধিকার নেই। বরং অপরের

[২২]. *প্রাগুক্ত।*
[২৩]. *শো'আবুল ঈমান।*
[২৪]. *প্রাগুক্ত।*
[২৫]. *তিরমিযী,ইবন মাজাহ ও দারিমী।*
[২৬]. *আল্-কুরআন, ২১ঃ২৭।*
[২৭]. *মিশকাতুল মাসাবীহ।*
[২৮]. *আবূ দাউদ ও তিরমিযী।*
[২৯]. *আল্- কুরআন,৩১:২১*
[৩০]. *বুখারী ও মুসলিম শরীফ।*
[৩১]. *মুসলিম ও তিরমিযী।*
[৩২]. *বুখারী শরীফ।*

আত্মসম্মানবোধ রক্ষা করাই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার অনুপম শিক্ষা। তিনি (দ.) ইরশাদ করেন, ঈমানদার পরস্পর ভাই ভাই। সে কখনো তার ভাইকে অত্যাচার করতে পারে না এবং অপদস্থ করার জন্য কাউকে সোপর্দ করতে পারেনা।[৩৩] আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ইসলামের অন্যতম নির্দেশ। আত্মীয়তার সুদৃঢ় বন্ধনে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনোন্নোয়নে বিশাল ভূমিকা পালন করে এ বন্ধন। এটা ছিন্নকারীদের প্রতি নূর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা ভয়ংকর বাণী উচ্চারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না।[৩৪]

হিংসা,দ্বেষ ও অহংকার কোন মুসলিম লোকের বৈশিষ্ট্য হতে পারেনা। উদারতা ও স্নেহশীল হতে শিখিয়েছেন মহানবীজী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা। হিংসা একজন মুসলিমের অর্জিত পূণ্য যেভাবে ধ্বংস করে, অন্যদিকে সমাজচ্যুত করে ঘৃণার পাত্রে পরিণত করে। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার ভাষায় তোমরা হিংসা-দ্বেষ থেকে বিরত থাক, কেননা আগুন যেভাবে শুকনো লাকড়ি খেয়ে ফেলে তদ্রুপ হিংসা মানুষের পুণ্য বিনষ্ট করে দেয়।[৩৫] আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার পুর্ণ ভালোবাসা দান করে যথাযথ আনুগত্য করার তাওফিক দান করুন।

---

[৩৩]. *মুসলিম শরীফ।*

[৩৪]. *বুখারী ও মুসলিম শরীফ।*

[৩৫]. *আবু দাউদ।*